



26745 - আল্লাহর অস্‌ততিব্বরে পক্ষযে প্রমাণসমূহ এবং তিনি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার গুটুরহস্য

প্রশ্ন

আমার এক অমুসলমি বন্ধু আমার কাছে জানতে চয়েছে, আমি যিনি তার কাছে আল্লাহর অস্‌ততিব্ব প্রমাণ করি। আর কনে তিনি আমাদরেকে জীবন দলিনে? এই জীবনরে উদ্দেশ্যই বা কী? আমার উত্তর তাকে সন্তুষ্ট করনে। আমি আশা করছি আপনি আমাকে সে বিষয়গুলো জানাবনে যগুলো তাকে জানানো কর্তব্য।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় মুসলমি ভাই! আপনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এবং আল্লাহর অস্‌ততিব্বরে সত্যতা স্পষ্ট করার যে প্রচেষ্টা করছেন, সেটা খুবই আনন্দদায়ক ব্যাপার। আল্লাহকে জানা সুস্থ ফতিরাত ও সঠিক আকলরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কত মানুষ আছে যাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়ামাত্র তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদরে প্রত্যেকে যদি দ্বীনরে প্রতি নিজ দায়তিব পালন করত তাহলে প্রভূত কল্যাণ অর্জতি হত। সুতরাং হে মুসলমি ভাই! আপনাকে অভিনন্দন। আপনি নবী-রাসূলদরে দায়তিব পালন করছেন। আপনার জন্য সুসংবাদ হিসেবে রয়েছে বিপুল পরিমাণ নকীর ওয়াদা, যা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে জবানে এসছে। তিনি বলছেন: “আল্লাহ তোমার মাধ্যমে একজন লোককে হদোয়াত দয়োটা তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।” [হাদীসটি বুখারী (৩/১৩৪) ও মুসলমি (৪/১৮৭২) বর্ণনা করেন]

দুই:

আল্লাহর অস্‌ততিব্বরে পক্ষরে প্রমাণগুলো কটে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন নাই। গভীর চিন্তার ভাবনার মাধ্যমে আমরা পাই যে এ প্রমাণগুলো তিনি ধরনরে: ফতিরাতরে প্রমাণসমূহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণসমূহ ও শরয়ী প্রমাণসমূহ। ইন শা আল্লাহ এগুলো আপনার কাছে স্পষ্ট হবে।

এক:

ফতিরাতরে প্রমাণসমূহ:

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

“আল্লাহর অসত্ত্বিরে পক্ষ্যে ফতিরাতরে প্রমাণ অন্য যবে কোনো দলীল থেকে শক্তিশালী। আর এটা এমন প্রত্যকে ব্যক্তির ক্ষত্রে প্রযোজন্য যাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করনে। তাই আল্লাহ তায়ালা যখন বললেন: “কাজেই আপনি একনষ্টি হয়ে নজি চহোরাতে দ্বীনে প্রতষ্টিতি রাখুন।” তারপরই বললেন: “আল্লাহর ফতিরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করছেন।” (সূরা রুম: ৩০)। সুস্থ ফতিরাত আল্লাহর অসত্ত্বিরে সাক্ষ্য দিয়ে। যবে ব্যক্তিকে শয়তানরো পথভ্রষ্ট করেছে, শুধু সে ব্যক্তিই এই ফতিরাত থেকে বচিযুত হয়। আর যাকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে, সে এই দলীল নাকচ করবে।”[শারহুস সাফারীনয়িহাহ থেকে সমাপ্ত]

প্রত্যকেটা মানুষই সহজাতভাবে অনুভব করে যবে তার একজন রব (প্রভু) ও স্রষ্টি আছেন। সেই রবের প্রতি প্রয়োজন অনুভব করে। যখন কোনো বড় ধরনের সংকটে পড়ে তখন তার হাত, চোখ ও অন্তর আসমান-মুখী হয়ে রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণসমূহ:

জাগতিক নানান ঘটনার অসত্ত্বি। আমাদের চারপাশের বশিবে নানান ঘটনা অবশ্যই ঘটে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ঘটনা হল— সৃষ্টি। সকল কছির সৃষ্টি। গাছ, পাথর, মানুষ, পৃথিবী, আসমান, নদী ও সাগরসহ সকল কছির সৃষ্টি।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই ঘটনাগুলো ও আরো অন্যান্য অনেকে ঘটনার অসত্ত্বি কবে দিয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে: এগুলো কোনো কারণ ছাড়া কাকতালীয়ভাবে অসত্ত্বি লাভ করেছে। এমন অবস্থায় কবে জানে না কীভাবে এগুলো অসত্ত্বি পলে। এটি একটা সম্ভাবনা। আরেকটা সম্ভাবনা হলো— এগুলো নজিরোই নজিদেবের অসত্ত্বি দিয়েছে এবং নজিরোই নজিদেবের বমিয়াবলী পরিচালনা করেছে। তৃতীয় একটা সম্ভাবনা আছে সেটো হলো— একজন অসত্ত্বিদানকারী এগুলোকে অসত্ত্বি দিয়েছেন, একজন স্রষ্টি এগুলোকে সৃষ্টি করছেন। এ তিনটি সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পর আমরা দেখতে পাই প্রথম ও দ্বিতীয়টা ঘটনা অসম্ভব। যদি প্রথম ও দ্বিতীয়টা ঘটনা অসম্ভব হয় তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনাটা সঠিক হওয়া অনাবির্ষ্য। আর তা হলো এগুলোর একজন স্রষ্টি আছেন, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করছেন। আর তিনি হলেন— আল্লাহ। কুরআন কারীমে এ প্রমাণটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তারা কি কোন কছির ছাড়া (স্রষ্টি ছাড়া) সৃষ্টি হয়েছে; নাকি তারা নজিরোই স্রষ্টি? নাকি তারা আসমান ও জমনি সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা (সত্যকে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না।”[সূরা তূর: ৩৫-৩৬]

পররে প্রশ্ন: এই বিশাল সৃষ্টিগুলো কবে থেকে অসত্ত্বিবশীল? এত এত বছর ধরে দুনিয়ার বুকে কবে এগুলোকে স্থায়িত্ব দলি? অসত্ত্বিবশীল থাকার উপকরণ দিয়ে সাহায্য করল?

উত্তর হলো: আল্লাহ। তিনি প্রত্যকেকে এমন কছির দিয়েছেন যা তার উপযুক্ত এবং যা তার স্থায়িত্বের নিরাপত্তা দিয়ে।



আপনি কি সুন্দর সবুজ উদ্ভিদ দেখেন না? আল্লাহ যদি এটাকে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেন এটার জন্য কি জীবতি থাকা সম্ভব হবে? কখনো না; মুহূর্তে এটা রূপ নবি মলনি শুষ্ক খড়-কুটোয়। আপনি যদি সব কিছু মনোযোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন দেখবেন প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ না থাকলে কোনোটো কিছু স্থায়ী থাকত না।

আল্লাহ সকল কিছুকে তার উপযুক্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত করছেন। যমেন: উটকে চড়ার জন্য উপযুক্ত করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তারা কি দেখে না যে, আমাদের হাত যা তরৈকিরছে তা থেকে তাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করছি গবাদিশুসমূহ; অতঃপর তাই এগুলোর মালিক? আর আমরা এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়েছে তাদের বাহন। আর কিছু সংখ্যক থেকে তারা খেয়ে থাকে।” [সূরা ইয়াসীন: ৭১-৭২] দেখুন আল্লাহ উটকে কীভাবে সৃষ্টি করছেন? কীভাবে এর পটিকে শক্তিশালী ও সমতল করছেন যাতা চড়ার উপযুক্ত হয় এবং কঠনি বোঝা বহন করতে পারে; যটো অন্যান্য পশু বহন করতে পারে না।

এভাবে আপনি যদি অন্য সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখতে পাবেন সৃষ্টিগুলিকে যে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সে উদ্দেশ্যের সাথে সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুবহানাল্লাহু তায়ালা।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আরকেটি উদাহরণ হলো:

বভিন্ন কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলোও স্রষ্টির অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করা, তারপর আল্লাহ কর্তৃক সেই দোয়া কবুল করাটা আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ। শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সৃষ্টিকুলের জন্য বৃষ্টি চিয়ে বললেন: “হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষন করুন!” তার পরই আকাশে মেঘে তরৈ হিল। তিনি মিম্বর থেকে নামার আগে বৃষ্টি হিল।” এটা স্রষ্টির অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বহন করে। [শারহুস সাফারীনয়্যাহ থেকে সমাপ্ত]

শরয়ী প্রমাণসমূহ:

শরীয়তসমূহের অস্তিত্ব। শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

সকল শরীয়ত স্রষ্টির অস্তিত্ব, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহকে প্রমাণ করে। কারণ এই শরীয়তগুলোর অবশ্যই একজন প্রণতো লাগবে। আর এই শরীয়তপ্রণতো হলেন— মহান আল্লাহ। [শারহুস সাফারীনয়্যাহ থেকে সমাপ্ত]

আপনার অন্য প্রশ্ন: আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন?

এর জবাব হলো: তাঁর ইবাদত, কৃতজ্ঞতা, স্মরণ ও তাঁর নরিদশে বাস্তবায়নের জন্য। আপনি জানেন সৃষ্টিকুলের মাঝে কাফরে আছে, মুসলমিও আছে। এর কারণ হলো আল্লাহ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চয়েছেন তারা কি তাঁর ইবাদত করে; নাকি



অন্য কারো ইবাদত করে? এ পরীক্ষা আল্লাহ্ প্রত্যেকের কাছে সঠিক পথ সুস্পষ্ট করার পর। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “যিনি সৃষ্টি করছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে আমলরে দিক থেকে উত্তম?” [সূরা মুলক: ২] তিনি আরো বলেন: “আর আমি সৃষ্টি করছি জিনি ও মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদত করবে।” [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে এমন কাজেরে তৌফিক দান করেন যা তিনি পছন্দ করেন এবং তাকে সন্তুষ্ট করে। আর যেন বেশি বেশি দ্বীনরে দাওয়াত ও দ্বীনরে জন্য কাজ করার তৌফিক দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ বর্ষতি হোক।